দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

051

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষ একটি নজিরবিহীন ব্যাপার বস্তুত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজির আর নেই। এই পরীক্ষ শুরু হয় ১৯৮৭ সালের অক্টো বর মাসে, আর শেষ হ ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই দীর্ঘ পাঁচ মাসে অত্যা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দি সমাপ্ত হয় এ পরীক্ষা। পরীক্ষ চলাকালে নানা অজুহাতে পরী ক্ষার তারিখ বারবার পরিবর্ত হয়েছে। তাই আশা করা গিয়ে ছিলো পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোন রকম গড়িমসি করা হবে না এ বছর। কিন্তু সে আশার 'গুড়ে বালি।'

১৯৮৮ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার আর বেশী বিলম্ব নেই। ১৫ই সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাচেছ সে পরীক্ষা। অথচ ১৯৮৭ সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশের এখনো নাম গন্ধ নেই।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারলাম, ১৯৮৭ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফল আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ হবে। এবং এই পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে তাদের ফরম ফিলআপ করার জন্য বিশেষ বিবেচনায় মাত্র ৮ দিনের সময় দেয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এক বিষয়ে যারা রেফার্ড পাবে তাদের অবস্থা কি হবে? শোনা যাচেছ, ১৯৮৭ সালের রেফার্ড পরীক্ষার্থীরা ১৯৮৮ সালের পরীক্ষার সাথে রেফার্ড প্রাপ্ত এক বিষয়ে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু কথা হলো রেফার্ড পরীক্ষায় পাস করলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু ফেল করলে তাদের অবস্থা কি হবে? স্পষ্টই বোঝা যাচেছ, ১৯৮৭ সালের রেফার্ড প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা রেফার্ড পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তারা আবার পরীক্ষা দিতে পারছে ১৯৮৯ সালে। অর্থাৎ তারা এক বছর পিছিয়ে যাচেছ। এটা তাদের

(৪-এর কঃ দ্রঃ)

(৩-এর কঃ পর)

জন্য "মরার উপর খাড়ার ঘা"এর সামিল নয় কি?

এইসব বিভিন্ন সমস্যার কথা বিবেচনা করে আশাকরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ সনের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফল অতিশীঘ্র প্রকাশের উদ্যোগ নেবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে খুবই উপকৃত হবে। অন্যথায়, এ বছরে রেফার্ড প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

সিকদার আবদুস সালাম
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ঢাকা।।